কেবল নিজের জন্য চিন্তা

(Thinking only about Self)

আদিপুস্তক ২৬ অধ্যায় ৯-৯৯ পদ

আদিপুস্তক ২৫ অধ্যায়ে আমরা ইস্হাস ও রিবিকার পরিবারে যমজ সন্তান হিসাবে এষৌ ও যাকোবের জন্মের বিবরণ দেখেছি। সেখানে আমরা ইস্হাকের জীবনে অব্রাহামের জীবনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি। পিতা অব্রাহামের স্ত্রী সারা যেমন বন্ধ্যা ছিল (১৬:২), ঠিক একইভাবে পুত্র ইস্হাকের স্ত্রী রিবিকাও বন্ধ্যা ছিল (২৫:২১)। কিন্তু ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে স্ত্রীধর্ম বন্ধ হওয়া (১৮:১১) বন্ধ্যা সারা যেমন ৯০ বৎসর বয়সে ইস্হাককে জন্ম দিয়েছিল; ঠিক একইভাবে বিবাহের পর দীর্ঘ ২০ বৎসর অপেক্ষার পর ঈশ্বর ইস্হাকের প্রার্থনার উত্তরে বন্ধ্যা রিবিকার গর্ভে যমজ পুত্র এষৌ ও যাকোবকে জন্ম দিয়েছিলেন। এইভাবে, পুত্রের জীবনে পিতার জীবনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বর তাদেরকে এবং আজ আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল, পরিবেশ ও পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার বিষয় আমরা ঈশ্বরে আস্থা রাখতে পারি; এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের প্রতিও একইভাবে ক্রমশ কার্যকর হয়ে থাকে। আজ আমরা ইস্হাকের জীবনে আরও একটি ঘটনাকে দেখতে চলেছি, যেটিও ছিল অব্রাহামের জীবনে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি।

১। প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ হল: ২৬ অধ্যায়ে আমরা ইস্হাকের জীবনে আরও একটি অভিজ্ঞতাকে দেখতে পাই, যে অভিজ্ঞতাটিও তার পিতা অব্রাহামের জীবনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। আর সেই অভিজ্ঞতাটি হল, বন্ধ্যা স্ত্রীর ন্যায় বন্ধ্যা ভূমি (২৬:১), যখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এর আগে অব্রাহামের সময় যেমন এই প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল (১২:১০) এবং তার ফলস্বরূপ অব্রাহাম সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ ত্যাগ করে নিজেকে বাঁচাতে মিসরে নেমে গেছিল; ঠিক তেমনই পুনরায় সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, এমন পরিস্থিতিতে, ইস্হাকও তার পিতার মতো ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে পরিত্যাগ করে প্রাচুর্যপূর্ণ মিসরে নেমে যেতে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

২। ইস্হাক কিন্তু তার পিতার পাপের অনুকরণ করল না: কিন্তু এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ঈশ্বর ইস্হাককে দর্শন দেন এবং তাকে বলেন, ***"তুমি মিসর দেশে নেমে যেও না, আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলব, সেখানে থাকো। এই দেশে প্রবাস কর; আমি তোমার সহবর্তী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করব"*** (২৬:২)। ঈশ্বরের এই কথার অর্থ, ইস্হাক যেন দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও সেই দেশে থাকে। এই সময় ঈশ্বর ইস্হাকের কাছে আরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি অব্রাহামের কাছে যে দেশ দেবার **দিব্য** করেছিলেন, সেই দিব্য তিনি সফল করবেন, ***"কারণ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দেব, এবং তোমার পিতা অব্রাহামের কাছে যে দিব্য করেছিলাম, তা সফল করব"*** (২৬:৩)। ঈশ্বরের এই কথা শুনে ইস্হাক দুটির মধ্যে একটিকে পছন্দ করার সুযোগ পায়। ইস্হাক কী করবে? সে কি ঈশ্বরের কথায় আস্থা রেখে সেই দুর্ভিক্ষের দেশে ক্রমশ বসবাস করবে? আপেক্ষিক দৃষ্টিতে এমন বোকার কাজ সে কি করবে? না কি, আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যা বুদ্ধিমানের কাজ, সেই কাজ, অর্থাৎ তার দুই চোখ যে দিকে যেতে বলে, সেই মিসরের দিকে যাত্রা শুরু করবে? আমরা আবার দেখতে পাই, এই পরীক্ষাতেও ইস্হাক খুব ভালোভাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরের কথা, তথা প্রতিজ্ঞায় আস্থা রেখে ইস্হাক মিসরে নেমে যাবার প্রলোভনকে প্রতিহত করল, ***"পরে ইস্হাক গরারে বসবাস করলেন"*** (২৬:৬)। ইস্হাকের এই আচরণের মধ্যে আমরা তার পিতা অব্রাহামের বিশ্বাসগণিত হবার আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। আদি ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আকাশের তারা দেখিয়ে, তাদের সংখ্যার ন্যায় অব্রাহামের বংশধর হবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ***তখন অব্রাহাম সদাপ্রভুতে (তাঁর কথায়/প্রতিজ্ঞায়)***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিশ্বাস করেছিলেন, আর সদাপ্রভু তার পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করেছিলেন (১৫:৬)। ২৬ অধ্যায়েও আমরা ইস্হাকের কাছে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর ইস্হাককে বলেছেন, *"আমি আকাশের তারাদের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করব, তোমার বংশকে এই সকল দেশ দেব, ও তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে"* (২৬:৪)। পিতার ন্যায় ইস্হাকও ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে সেদিন মিসরে নেমে যাবার পরিবর্তে, সেই সময় সে যে দেশে বসবাস করছিল (২৬:১), অর্থাৎ গরারে ক্রমশ বসবাস করেছিল (২৬:৬)। ধরা যেতে পারে ইস্হাকের এই বিশ্বাস দেখে সদাপ্রভু ইস্হাককেও একইভাবে ধার্মিক গণিত করেছিলেন। পিতাকে অনুসরণ করে মিসরে নেমে যাবার পরিবর্তে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে আস্থা রাখার যে সুন্দর নিদর্শন ইস্হাক আমাদের কাছে রেখেছে, তা দেখে আমরা বলতে পারি, পিতার পাপকে দেখে সন্তান উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছিল।

৩। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইস্হাক তার পিতার পাপের অনুকরণ করল: কিন্তু পিতার পাপকাজের অনুকরণ থেকে বিরত থাকার যে আদর্শ ইস্হাক আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে, সেই আদর্শ কিন্তু সে বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ তার জীবনের পরবর্তী ঘটনা বা অভিজ্ঞতায় সে কিন্তু তার পিতার পাপকাজেরই অনুকরণ করেছে। অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর যে চুক্তি করেছিলেন, ইসহাকের সঙ্গে সেই চুক্তির নবীকরণ করার (২৬:৩, ৪) ঠিক পরেই আমরা ইস্হাককে তার পিতার অনুকরণে গোঁজামিল বা জোড়াতালি দেবার কাজ করতে দেখতে পাই। এর আগে, এই গরারে অব্রাহাম যখন বসবাস করেছিলেন, তখন অব্রাহাম নিজের প্রাণ বাঁচাতে নিজের স্ত্রীকে ভগিনী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন (২০:২)। ইস্হাকও তার পিতাকে অনুসরণ করে এখানে একই কাজ করেছে। গরারে বিদেশী হিসাবে বসবাস করার কারণে, সেই দেশে ইস্হাকের কোনও আইনত অধিকার বা আশ্রয় ছিল না। যে কোনও মুহূর্তে সে দেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারত, আর সেই কারণে ইস্হাক তার প্রাণ সংশয় অনুভব করেছিল। আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তার পিতার ন্যায় ইস্হাকও একই চিন্তা করেছে, ইস্হাক যদি সুন্দরী রিবিকাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়, তাহলে হয়ত সেখানকার লোকেরা তাকে হত্যা করবে (২৬:৭)। অর্থাৎ, ইস্হাকের আশঙ্কা হল, সে দেশের লোকেরা রিবিকাকে বিয়ে করার জন্য প্রথমে রিবিকেকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চাইবে; তাই তারা ইস্হাককে হত্যা করবে। ইস্হাকের এই আশঙ্কা একেবারেই অযৌক্তিক ছিল না, কারণ সে সময় এমন ঘটনা হামেশাই ঘটত। আর তাই, ইস্হাক নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার পরিবর্তে নিজের স্ত্রীকে বিসর্জন দিল, তাকে স্ত্রীর পরিবর্তে ভগিনী বলে পরিচয় দিল।

এই ঘটনার মধ্যেও যে প্রশ্নটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, তাঁর **প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার বিষয়** এবং **ইস্হাককে রক্ষা করার বিষয়** কি ঈশ্বরে আস্থা রাখা সম্ভব? একটু আগে আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি, তিনি কত স্পষ্ট ভাষায় ইস্হাকের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন: (১) আমি তোমার সহবর্তী থাকব, (২) আমি আকাশের তারাদের ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করব, (৩) আমি তোমার বংশকে এই সকল দেশ দেব, এবং (৪) তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে (২৬:৩-৪)। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর ইস্হাকের কাছে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার করেছেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের এমন স্পষ্ট অঙ্গীকারকে ইস্হাক কি বিশ্বাসে গ্রহণ করবে, না কি, কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে সে নিজের শক্তিতে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে?

এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইস্হাক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে, পরিবর্তে তার পিতাকে অনুসরণ করে প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেছে: নিজেকে বাঁচাতে নিজের স্ত্রীকে তার ভগিনী বলে পরিচয় দিয়েছে। ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার থেকেও নিজের প্রাণকে বাঁচানো ইস্হাকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সবথেকে বড়ো বিড়ম্বনা হল, যে জীবনেকে বাঁচানোর জন্য ইস্হাক আজ যে ঈশ্বরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই ঈশ্বরই একদিন ইস্হাকের জীবনকে রক্ষা করতে একটি মেষশাবক যুগিয়েছিলেন। প্রশ্ন হল: যে ঈশ্বর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অব্রাহামের খড়্গ থেকে ইস্হাকের জীবন রক্ষা করেছিলেন, তিনি কি গরারের পরজাতিদের হাত থেকে ইস্হাকের জীবনকে রক্ষা করতে পারেন না? ইস্হাক কি তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেনি?

কিন্তু এইভাবে ইস্হাকের সমালোচনা করার আগে আমাদের প্রয়োজন নিজেদের হৃদয় পরীক্ষা করা। আমরাও কতবার আমাদের বিভিন্ন সামান্য বিষয়ের ঝুঁকিকে দেখে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছি? আমাদের সামান্য আরাম, বিলাসিতা, বা খ্যাতির কারণে আমরা কতবার সেই খ্রীস্টকে অস্বীকার করেছি, যিনি কালভেরীর ক্রুশে আমাদের পরিবর্তে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ঈশ্বর যদি আমাদের জন্য তাঁর পুত্রের প্রতি মমতা না করে তাঁকে সমর্পণ করতে পারেন (রোমীয় ৮:৩২), তাহলে কি আমরা আমাদের জীবন দিয়ে তাঁতে আস্থা রাখতে পারি না? আমরা কত দুর্বল ও দ্বিমনা লোক!

৪। ইসহাকের চিন্তা বা আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হল: কিন্তু পরবর্তী ঘটনা আমাদের কাছে তুলে ধরে যে, ইস্হাক ঈশ্বরের বিষয় যে চিন্তা করেছিল, তা কতখানি ভুল। কেবল ঈশ্বর নন, তার চারপাশের মানুষদের সম্বন্ধে ইস্হাক যে ধারণার অধিকারী ছিল, সেই ধারণাও যে কতখানি ভুল ছিল, তা-ও পরবর্তী ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ৮ পদে বলা হয়েছে, ***ইস্হাক গরারে অনেক বৎসর বাস করল***, কিন্তু সেই দেশের কোনও মানুষ তার বা রিবিকার প্রতি কোনও দুঃব্যবহার করল না। কিন্তু ইসহাক যে মিথ্যা গোঁজামিল চালিয়েছিল, তা প্রকাশ পেল। ইস্হাকের মা সারা যেমন অবিমেলকের (ইস্হাকের সময়ের যে অবিমেলক, তার পূর্বপুরুষ) হারেমে স্থান পেয়েছিল, রিবিকার প্রতি কিন্তু তেমন কোনও বিপদ ঘটেনি। কিন্তু রাজা অবিমেলক একদিন ইস্হাককে রিবিকার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে দেখল, যা ভাই-বোনের মধ্যে সম্ভব নয়, এবং সে বিষয়ে ইস্হাকের কাছে ব্যাখ্যা চাইল, তখন ইস্হাকের চাতুরিতা ধরা পড়ে গেল। এই সময় ইস্হাক অবিমেলককে যে উত্তর দিয়েছিল, তা হল, ***"আমি ভেবেছিলাম, কি জানি, তার জন্য আমার মৃত্যু হবে"*** (২৬:৯)। ইস্হাকের এই উত্তরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, ইস্হাক কেবল নিজের বিষয় চিন্তা করেছে, তার এমন আচরণের ফলে অন্যদের কী ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়ে ইস্হাক বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি। তার মিথ্যা কথার কারণে সে দেশের কেউ রিবিকাকে বিয়ে করতে পারত, তার সঙ্গে শয়ন করতে পারত, আর ফলস্বরূপ তারা নিজেদের উপর কী ধরণের অপরাধ ডেকে আনতে পারত, সে বিষয়ে ইস্হাক সামান্য চিন্তা পর্যন্ত করেনি (২৬:১০)। ইস্হাক একবারও চিন্তা করেনি যে এই অবিমেলক, যে হয়ত আদি ২০ অধ্যায়ে উল্লেখিত অবিমেলকের বংশধর ছিল, কত সম্মানীয় ও ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ ছিল (২৬:১১)। ইস্হাক চিন্তা করতে পারিনি, সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনি সেই সমস্ত পরজাতি মানুষদের জীবনেও উত্তম কার্য সাধন করতে পারেন।

৫। কেবল নিজের জন্য চিন্তা করার পাপ: আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেই একই পাপের মূল আমরা দেখতে পাই। আমরা কেবল নিজেদের বিষয় চিন্তা করি: আমাদের জীবন, আমাদের আরাম, আমাদের নিরাপত্তা। আমরা কী চাই, আমরা কীভাবে আরাম পাবো, আমাদের নিরাপত্তা কীসে আসবে, কেবল এই সমস্ত প্রশ্নের দ্বারাই আমরা পরিচালিত হই। কিন্তু অন্যদের বিষয় আমরা কখনও চিন্তা করি না, অন্যদের উপর আমার এমন আচরণ বা সিদ্ধান্তের ফল কী হবে, তা আমরা কখনও চিন্তা করি না। **উদাহরণ:** আমরা প্রায়ই অস্বস্তিকর অনুভূতির ভয়ে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা থেকে নিজেদের দূরে রাখি। এইভাবে আমরা কেবল আমাদের নিজেদের অনুভূতির কথাই চিন্তা করি। কিন্তু আমরা তাদের বিষয় চিন্তা করতে ভুলে যাই: তাদের সেই পাপ ও অপরাধের কথা চিন্তা করি না, যা কেবল সুসমাচারের দ্বারাই মোচন সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা মনে মনে এমন যুক্তি দেখাই, তাদের মতো লোক কখনও সুসমাচারে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ঈশ্বরের চরম ক্ষমতাই আমাদের মতো পাপীকে তাঁর কাছে এনেছে। এখন, সেই একই কাজ কি তিনি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জীবনেও সাধন করতে পারেন না? (আমাদের চিন্তায় তাদের মধ্যে বিশ্বাস করার সম্ভাবনা যতই কম থাকুক না কেন, তিনি কি পারেন না?)। ঈশ্বরের কাছে কি কিছু অসম্ভব?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আরও একই বিষয় এখানে আমাদের চোখে পড়ে, আর তা হল, ইস্হাক যখন থেকে ঈশ্বর ভয়কে ও ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতাকে তার জীবনে প্রথম স্থান দেয়নি, তখন থেকেই সে অন্যদের ভয় করতে শুরু করেছে। যতদিন সে ঈশ্বরকে ভয় করেছে, ততদিন তার কাউকে ভয় করার প্রয়োজন হয়নি, ফলস্বরূপ, সে স্বাধীনভাবে সাহসের সঙ্গে অন্যদের সেবায় এগিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু যখন থেকে ইস্হাক কেবল নিজের বিষয় চিন্তা করতে শুরু করেছে, এবং কেবল নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে, তখন থেকেই সে অন্যদের বিষয় চিন্তা করার কথা কিংবা তাদের সেবা করার কথা বন্ধ করেছে। ইস্হাক আর অন্যদের সেবা করার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারিনি, পরিবর্তে, নিজেকে রক্ষা করার চিন্তায় সে আটকে পড়েছে। এটা খুবই অনিষ্টকর পরিবর্তন, আর তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে খুব সহজেই ঘটতে পারে। **উদাহরণ:** আমি জানি আমার উচিৎ থানায় একটা ফোন করা, কারণ সেদিন আমি নিজের চোখে সেই সমস্ত দুঃষ্কৃতিকারীদের হাতে আমাদেরই পাড়ার বোনটি হেনস্থা হতে দেখেছি। আমি জানি আমার ফোনকলটা কত গুরুত্বপূর্ণ, তা সেই সমস্ত দুঃষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিতে খুবই প্রয়োজনীয়। তার দ্বারা হয়ত পরবর্তী কালে অনেক মেয়ের হেনস্থা হওয়া বন্ধ করা যাবে। কিন্তু আমি অন্যদের ভয় পাচ্ছি, আমি কেবল নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করছি, ''ওরা আমায় ছাড়বে না।'' আর এইভাবে কেবল নিজের বিষয় চিন্তা করার কারণে আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে অন্যদের কাছে আশীর্বাদ হতে পরছি না।

এখন, এইভাবে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা থেকে আমরা কীভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারি? এর একমাত্র উত্তর হল সুসমাচার। আমাদেরকে বারংবার আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টকে স্মরণ করতে হবে, যিনি কখনও মানুষদের ভয় করেননি, যিনি কখনও নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় কোনও সুবিধা গ্রহণ করেননি। যদিও তিনি কে, তা তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে ঢাকা ছিল, কিন্তু তা তাঁর জীবনের নিরাপত্তার কারণে নয়। কিন্তু ঠিক তার বিপরীতে, তা যে কারেণ ঢাকা ছিল, তা হল, তিনি যেন তাঁর সন্তানদের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারেন, ক্রুশ পর্যন্ত দাসের জীবন যাপন করতে পারেন। তিনি তাঁর নিজের জন্য, এবং নিজের আরাম বা নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করেননি। পরিবর্তে, আমাদের ন্যায় অযোগ্য, অধার্মিক লোকদের পরিত্রাণ করে পবিত্র জাতির পুনরুদ্ধার করার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব আনয়ন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আবার, এই পরিকল্পনা কেবল অব্রাহামের সন্তানদের জন্য সীমাবদ্ধও ছিল না। তাঁর সেই কাজ চুক্তি-লঙ্ঘনকারী ইস্হাকের মতো অব্রাহামের সন্তানদের পাশাপাশি, অবিমেলকের মতো পরজাতিকেও ঈশ্বরের রাজ্যে আনয়নের জন্য সাধিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের পরিত্রাণ যেন পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। যেমন যিশাইয় ৪৯:৬ পদে ঈশ্বর তাঁর দাসের প্রতি ঘোষণা করে বলেছেন: ***''তুমি যে যাকোবের বংশ সকলকে উঠাবার জন্য ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদের পুনর্বার আনবার জন্য আমার দাস হও, ইহা লঘু বিষয়; আমি তোমাকে জাতি সকলের দীপ্তিস্বরূপ করব, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত আমার পরিত্রাণস্বরূপ হও।''***

এমন ঈশ্বরকে জানা ও তাঁকে ভয় করার ফলস্বরূপ আমরা অন্যদের আর ভয় করি না, কারণ এমন ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী, কে আমাদের বিপক্ষ (রোমীয় ৮:৩১)? আসুন, ঈশ্বর ভয় ও তাঁর প্রতি বাধ্যতাকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান দিই। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আস্থা রেখে সমস্ত ভয়কে জয় করি ও সাহসের সঙ্গে অন্যদের সেবার দ্বারা তাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com